তা: 29 MAR 2016
পৃ: 20 কলাম 6

সমকাল

কদমতলীতে কিশোরকে গলা কেটে হত্যা

■ সমকাল প্রতিবেদক

কদমতলীর বর্ণমালা স্কুল রোড ধরে একটু সামনে যেতেই বাসার সামনে পড়ে ছিল স্কুলছাত্র মো. স্বাধীনের (১৭) গলাকাটা লাশ। রক্তাক্ত লাশ ঘিরে চলছিল স্বজনদের বিলাপ। গতকাল সোমবার দিন-দুপুরে বর্ণমালা স্কুল রোডের দক্ষিণ দনিয়ার ৬৯৮/২ নম্বর ভাড়া বাসায় ওই কিশোরকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। মূল সড়কের কয়েক পা এগিয়ে ঘিঞ্জি পথের ধারে যে বাসায় স্বাধীন খুন হয়, এর আশপাশে আরও বাসাবাড়ি। ওই পথে সব সময় মানুষের যাতায়াত। ঘিঞ্জি পথের মুখে রয়েছে কয়েকটি দোকানও। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

মো. স্বাধীন

কদমতলীতে কিশোরকে গলা কেটে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

তাদের কেউ দেখেনি কে খুন করল এই কিশোরকে! কোন পথেই বা পালাল খুনিরা? স্বজনরাও বলতে পারছেন না খুনের কারণ। তবে পুলিশ বাসা থেকে উদ্ধার করা একটি ডায়েরি ও কিছু আলামত দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে– প্রেমঘটিত বা বন্ধুদের সঙ্গে কোনো বিরোধের কারণে খুন হতে পারে ওই কিশোর। এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি-না তাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে। হত্যার আগে ওই কিশোর যে বাঁচার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেছিল তা ঘটনাস্থলের আলামতে স্পষ্ট। বাসার মেঝেতে ছোপ ছোপ রক্ত, তা দরজার সিঁড়ি বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়েছে। লাশটি বাসার বাইরে যেখানে পড়েছিল সেখানেও জমাটবাঁধা রক্ত। বাসার দরজা-জানালা এমনকি বাড়ির মূল গেটটিও ছিল খোলা। এমন পরিবেশে দিন-দুপুরে এক কিশোরকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় স্থানীয়দের চোখে-মুখেও আতঙ্কের ছাপ।

স্বাধীন এবার স্থানীয় মুরাদপুর সমীরণ নেসা উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। সে বাবা সোহেল রানা ও মা রিনা বেগমের সঙ্গে ওই ভাড়া বাসায় থাকত। খুনের সময় বাবা-মা কেউই বাসায় ছিলেন না। পুলিশ ধারণা করছে, গতকাল সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে যে কোনো সময় এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। আলামত উদ্ধারের পর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ক্রাইমসিন ইউনিটের পরিদর্শক শহীদুল্লাহ জানান, হত্যাকাণ্ডে একাধিক খুনি অংশ নিতে পারে। তারা পেশাদার খুনি কি-না বোঝা যাচ্ছে না। কিশোরের গলাতেই শুধু ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বাসা থেকে রক্তমাখা একটি বঁটি উদ্ধার করা হয়েছে।

স্বাধীনের মা রিনা বেগম জানান, তিনি সকাল ১০টার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে একই এলাকায় তার ভাইয়ের বাসায় যান। ওই সময় স্বাধীন বাসায় বসে টেলিভিশন দেখছিল। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মোবাইল ফোনে খবর পান বাসার সামনে তার ছেলের লাশ পড়ে আছে। বিলাপ করে এই মা বলেন, কারা তার সন্তানকে খুন করল তা বুঝতে পারছেন না। তাদের কোনো শত্রু নেই। কয়েক মাস আগে ছেলের এক মেয়েবন্ধু বাসায় এসেছিল। এ নিয়ে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কিছু ঝামেলার কথা তিনি শুনেছিলেন।

স্বাধীনের মামা মো. রিপন জানান, রোববার রাতে স্বাধীন এক বন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। অনেক রাত করে সে বাসায় ফেরে। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে কোনো ঝামেলা হয়ে থাকতে পারে। স্বজনদের এসব তথ্য আমলে নিলেও পুলিশের একটি সূত্র জানায়, স্বাধীনের বাবা সোহেল রানা মাদকাসক্ত। তিনি গুলিস্তানে একটি পেট্রোল পাম্পে চাকরি করেন। ছেলের এমন ঘটনার পর বিকেল পর্যন্ত তিনি বাসায় ফেরেননি। বাবার অনুপস্থিতির বিষয়ে স্বজনরা বলছেন, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে-মধ্যেই তিনি উধাও হয়ে যান। সংসারের কোনো খরচও দেন না। মালয়েশিয়া প্রবাসী স্বাধীনের বড় ভাই রাকিব সংসার চালান। তাদের গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের পালংয়ে।

কদমতলী থানার ওসি কাজী ওয়াজেদ আলী জানান, বাসা থেকে কোনো কিছু খোয়া যায়নি। স্বাধীনের পড়ার টেবিল থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে একটি মেয়েকে নিয়ে নানা ধরনের হতাশাজনক কথা লেখা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রেমঘটিত বিষয়ে স্বাধীনের বন্ধুদের কেউ তাকে খুন করতে পারে। তার কয়েক বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে এখনও কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা যায়নি।